কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫১তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫১তম (বিশেষ) সভা গত ২১/৮/২০০৫খ্রি. তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বিবিধ আলোচনায় আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তির জন্য আহক্ষান জানান। অতঃপর কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ২০০৪-২০০৫ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সদস্য সচিব ২০০৪-২০০৫ বোরো মৌসুমে মোট ১৩টি বীজ কোম্পানীর ২৪টি হাইব্রিড জাত, স্বল্প জীবনকাল ব্রি ধান- ২৮ ও দীর্ঘ জীবনকাল ব্রি ধান-২৯ চেক জাতসহ নিম্নবর্ণিত সর্বমোট ২৬টি ধানের (কোড নম্বর এইচ-০৮৮ থেকে এইচ-১১৩ পর্যন্ত) ট্রায়ালকৃত ফলাফল উপস্থাপন করেন।

ক্র ঃ নং	বীজ কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম	ক্র ঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম
১	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	(ক) LP-70 (খ) LP-50 (পুনঃ ট্রায়াল)	৭	চেনস ক্রপ-সাইন্স বাংলাদেশ লিঃ	Richer-101 (পনুঃ ট্রায়াল)
২	সুপ্রীম সীড কোম্পানী	(ক) হাইব্রিড ধান নং- HS-273 (পুনঃ ট্রায়াল)	৮	সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ	(ক) Tinapata-40 (২য় বর্ষ)
		(খ) নং- HSLY-2			(খ) Tinpata-10
৩	মল্লিকা সীড কোম্পানী	(ক) HTM-4			(গ) Tinpata Super
		(খ) HTM-5	১০	ন্যাশনাল সীড কোম্পানী লিঃ	(ক) Taj-1 (GRA-2)
৪	ব্র্যাক	(ক) HB-8 (Jagoron-2) (২য় বর্ষ)			(খ) Taj-2 (GRA-3)
		(খ) BW001 (Jagoron-3)	১১	ইষ্ট ওয়েষ্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ	(ক) HTM-202
৫	এ সি আই লিমিটেড	(ক) ACI-1			(খ) HTM-303
		(খ) ACI-2	১২	মাসুদ সীড কোম্পানী	Kahinoor-1 (GRA-1)
৬	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	(ক) Lu You-2 (Surma-1)	১৩	নর্থ সাউথ সীড লিঃ	(ক) HTM-66
		(খ) Lu You-3 (Surma-2)			(খ) HTM-707

উল্লেখ্য যে, উপস্থাপনকৃত হাইব্রিড জাতগুলোর মধ্যে LP-50, HS-273 ও Richer-101 এ তিনটি জাত পুনঃট্রায়াল করা হয় এবং HB-8 ও Tinpata-40 এ দুটি জাত পরপর দুই বৎসর ট্রায়াল করা হয় এবং অবশিষ্ট জাতগুলো এক বৎসর ট্রায়াল সম্পাদন করা হয়েছে।

ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ উত্থাপিত ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলন অনফার্ম থেকে অনষ্টেশনে সাধারনত ভাল হয় যেটাকে Yield gap বলা হয়। কিন্তু এখানে অনষ্টেশনের তুলনায় অনফার্মের ফলন ভাল। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন Replication এর মধ্যে Yield gap অত্যন্ত বেশী বিধায় বিষয়টি দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ও একমত পোষণ করেন। ডঃ নাসির উদ্দিন বলেন যে, ট্রায়াল বাস্তবায়নের মাঠের ভাল এবং খারাপ দিকগুলি নোট করা হলে বেশী ফলন অথবা কম ফলনের ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। এ বিষয়ে একটি Monitoring team গঠন করে ট্রায়ালের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দূর করা যেত। ডঃ জুলফিকার, সিএসও, ব্রি এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, ২০০৪-২০০৫ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের সংখ্যা বেশী হওয়াতে ব্রি এর অনষ্টেশন, গাজীপুরে ভাল জমি পাওয়া এবং প্রতিটি ট্রায়াল একই স্থানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নাই। এ অবস্থায় কোন জাত একটু বেশী সুবিধাজনক স্থানে থাকার কারণে যে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে তা হেক্টরে প্রকাশ করায় তুলনামূলক অধিক বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব এফ আর মালিক উল্লেখ করেন যে, কোন জাতের এক বৎসরের ট্রায়ালকৃত ফলাফলের সাথে বিগত অন্য এক বৎসরের ট্রায়ালকৃত ফলাফল হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের জন্য বিবেচনা করা যাবে কিনা জানতে চাইলে ডঃ মোঃ আঃ রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি বলেন যে, কোন জাত নিবন্ধনের জন্য পরপর দুই বৎসরের ফলাফল অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন, অন্যথায় হাইব্রিড জাত ও পরিবেশের Interaction নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন অনষ্টেশন ও অনফার্মে পরপর দুই বৎসরের গড় ফলন চেক জাত থেকে কমপক্ষে ২০% এর অধিক হলেই প্রস্তাবিত কোন হাইব্রিড জাতকে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনের সুপারিশ করা যেতে পারে। উক্ত প্রস্তাবনার সাথে ডঃ লুৎফুর রহমান, জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক একমত পোষন করে বলেন ট্রায়ালে জাতের সংখ্যা ১৫ এর অধিক হলে দ্বিতীয় সেট স্থাপন করা আবশ্যক।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে অবহিত করেন যে, ভবিষ্যতে হাইব্রিড ট্রায়াল যাতে আরও সুষ্ঠু ও ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে দিকে এসসিএ জোরালো দৃষ্টি রাখবে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় ২০০৪-২০০৫ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান জাতের গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করেন এবং উপস্থিত সকল সদস্যকে অবহিত করেন। উন্মুক্ত কোডের জাতসমূহের পুনঃট্রায়াল, দুই বৎসর ট্রায়াল এবং এক বছরের ট্রায়াল ফলাফল উপস্থিত সদস্য বর্গ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রানবন্ত আলোচনার মাধ্যমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের দুই বৎসর ট্রায়ালের ক্ষেত্রে পরপর দুই বৎসরের অনষ্টেশন ও অনফার্মের গড় ফলন চেক জাত হতে কমপক্ষে ২০% এর অধিক হলেই উক্ত জাতকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনের সুপারিশ করা হবে।

২। এক বছরের ট্রায়ালকৃত জাতগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী আগামী বোরো মৌসুমে ইচ্ছা পোষণ করলে দ্বিতীয় বর্ষের ট্রায়ালের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তাবিত Tinpata-40 জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা এবং ব্র্যাকের HB-8 জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর অঞ্চলসমূহের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৩। পুনঃ ট্রায়ালকৃত চেনস ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ এর রাইচার-১০১ জাতটি দেশের ছয়টি অঞ্চলে অন ষ্টেশন ও অনফার্মে চেক জাত থেকে ২০% অধিক ফলন পাওয়ায় দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৪। পুনঃ ট্রায়ালকৃত আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর LP-50 জাতটি রাজশাহী এবং সুপ্রীম সীড কোম্পানীর HS-27 জাতটি ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অন ষ্টেশন ও অনফার্মে চেক জাত থেকে ২০% এর অধিক ফলন পাওয়ায় অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত জাত দুটির পূর্ব নিবন্ধিত অঞ্চলসমূহ বহাল থাকবে।

৫। RCB design এ ট্রায়াল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতের সংখ্যা ১৫ এর অধিক হলে দ্বিতীয় সেট ট্রায়াল স্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা।

অতঃপর পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ক্রমান্বয়ে ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫ উৎপাদন মৌসুমের হাইব্রিড আমন ট্রায়ালের ফলাফল সভায় উপস্থাপন করেন। ২০০৩-২০০৪ আমন মৌসুমে দুটি কোম্পানীর তিনটি হাইব্রিড ধানের সাথে বিআর-১১ Standard চেকজাত সহ সর্বমোট (৩+১) ৪টি ধানের জাত (যা এস সি এ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-০৭৩ থেকে এই-০৭৬ পর্যন্ত) এবং ২০০৪-২০০৫ আমন মৌসুমে ৩টি কোম্পানীর ৪টি হাইব্রিড ধানের সাথে ব্রিধান-৩১ Standard চেকজাত সহ সর্বমোট (৪+১) ৫টি ধানের জাত (যা এস সি এ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-০৮৩ থেকে কোড নং-এইচ-০৮৭ পর্যন্ত) ব্যবহার করে দেশের ৬টি কৃষি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয় যা নিম্নরুপ-

২০০৩-২০০৪ মৌসুম ঃ

ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম	ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম
১.	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	ক) LP-70	২	সুপ্রীম সীড কোম্পানী	হাইব্রিড ধান নং-৯৯-৫ (হীরা)

২০০৪-২০০৫ মৌসুম ঃ

ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম	ক্রঃ নং	কোম্পানীর নাম	প্রস্তাবিত জাতের নাম
১.	ব্রি, গাজীপুর	ক) ব্রি হাইব্রিড ধান-২	৩	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	এনকে-৩২৬৮
২.	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	ক) LP-70, (খ) LP-50			

'এখানে উল্লেখ্য যে, এইচ-০৭৬ জাতটির বীজ অংকুরিত হয়নি বিধায় ট্রায়াল বাস্তবায়িত হয়নি। কারিগরি কমিটির ৪৮তম ও ৫০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Per day crop yield Analysis সহ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ডঃ মোঃ আবুদর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, গড় ফলনের ক্ষেত্রে উভয় মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতগুলোর কোনটিরই চেক জাত থেকে সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায়নি। ডঃ লুৎফুর রহমান একমত পোষণ করে উল্লেখ করেন যে, গড় ফলন এবং দিন প্রতি (Per day yield count) ফলনের ক্ষেত্রে কোন জাতেরই Performance সন্তোষজনক নহে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৩-২০০৪ এং ২০০৪-২০০৫ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল অন ষ্টেশন ও অন ফার্মে সন্তোষজনক পাওয়া যায়নি বিধায় কোন জাতকেই নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো না।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ ঃ সিলেট বিভাগে মাঠ মুল্যায়ণ দল গঠন প্রসংগে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার এবং মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব, চট্টগ্রাম অঞ্চল পত্র মারফত জানিয়েছেন যে, সম্প্রতি মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার সমন্বয়ে সিলেট কৃষি অঞ্চল নামে একটি নতুন অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৩তম সভার ৪ (৩) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি অঞ্চলভিত্তিক সিলেট অঞ্চলে মাঠ মূল্যায়ন দল গঠন করা প্রয়োজন। সে মোতাবেক সিলেট কৃষি অঞ্চলের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবিত মাঠ মূল্যায়ন দলকে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

১। অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	দলনেতা
২। উপ-পরিচালক, বীজ বিপনন, বিএডিসি, সিলেট অঞ্চল, সিলেট	সদস্য
৩। কীটতত্ত্ববিদ, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আকবরপুর, সিলেট	সদস্য
৪। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ	সদস্য
৫। ব্রিডার (প্রার্থীত জাতের)	সদস্য
৬। আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ হামিদুর রহমান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।